উত্তর॥ ভূমিকা : উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের চর্চায় যে ক-জন মুসলিম সাহিত্য সাধক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন [১৮৪৭-১৯১১] সর্বাধিক খ্যাতিমান। তবে, তাঁর খ্যাতির মূল উৎস 'বিষাদসিন্ধু' [রচনাকাল ১৮৮৫-১৮৯১] গ্রন্থটি। বস্তুত মীর মশাররফ হোসেন ছোট বড় প্রায় বিয়াল্লিশটি গ্রন্থ রচনা করলেও 'বিষাদ-সিন্ধু'র জন্যই তিনি বাঙালি পাঠক সমাজে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। বাঙালি সমাজে 'বিষাদ-সিন্ধু' বলতে মীর মশরারফ হোসেন এবং মীর মশাররফ হোসেন বলতে 'বিষাদ-সিন্ধু'কে বোঝাত। কালজয়ী রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু'র জনপ্রিয়তার মূলে আছে গ্রন্থটির অপূর্ব ভাষাশৈলী।

'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষাশৈলী/ ভাষা ব্যবহার : 'বিষাদ-সিন্ধু' বাংলাদেশের এককালের অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ। এ-জনপ্রিয়তার কারণ শুধু বিষয়বস্তুগত নয়। এর ভাষার অপূর্ব উন্মাদনী শক্তি, অপরূপ সঙ্গীতময়তা ও স্বচ্ছ সাবলীল প্রবাহ যা পাঠক ও শ্রোতাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র এ নতুন অপূর্ব বৈশিষ্ট্য পাঠক মনে নতুনভাবে চমক সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য 'বিষাদসিন্ধু'র 'মহররম পর্বের' ভূমিকায় মশাররফ হোসেন তাঁর ভাষা সম্পর্কে বলেন : "শাস্ত্রানুসারে পাপ ভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনের বাধ্য হইয়া 'বিষাদসিন্ধুর' মধ্যে কতক লি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল বিজ্ঞমণ্ডলী ইহাতে যদি কোনো প্রকার দোষ বিবেচনা করেন, সদয়ভাবে মার্জনা করিবেন।"

'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম খণ্ড (মহরম পর্ব) প্রকাশিত হওয়ার প-র বেশ কয়েকটি পত্রিকায় এ গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে মতামত প্রকাশিত হয়। কাঙ্গাল হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় মন্তব্য করেন-

"মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে।"

'সুলভ সমাচার' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : "এদেশের মুসলমানেরা কেহ যে এরূপ বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে জানেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না।"

'চারুবার্ত্তা পত্রিকা'র সম্পাদক মন্তব্য করেন : "হিন্দু মুসলমানে একতা সম্মিলন না হইলে যে এদেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে না, অনেক চিন্তাশীল লোকে এ কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভাষার একতাই জাতীয় বন্ধনের মূল। - - - - কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা বলিতে বা বাঙ্গালা চর্চা করিতে একান্ত বিরোধী। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষিত মুসলমান বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মীর মশাররফ হোসেন তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ইনি যেরূপ বিশুদ্ধ ও সুমধুর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন-অনেক শিক্ষিত হিন্দু তেমন লিখিতে পারে না।"

'ভারতীয় পত্রিকা'য় মীর মশাররফ হোসেন এর ভাষার প্রশংসা করে মন্তব্য প্রকাশিত হয় : ইতঃপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গালা রচনা আমরা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনী'তে পঠিত ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

"নবযুগে বাংলা গদ্যে তিনি (মশাররফ হোসেন) বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার ভাষাবঙ্কিমের ভাষা অপেক্ষা সহজ ও সবল অথচ তেজপূর্ণ। তাঁহার গ্রন্থ হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিষ্টান সকলেরই পাঠ্য। এ যুগের অগন্য গ্রন্থরাজীর মধ্যে তাঁহার গ্রন্থই পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ।"

'বিষাদ-সিন্ধু' সাধু ভাষায় রচিত। সমস্ত ক্রিয়াপদগুলোই সাধু ভাষায়। এতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। মুসলিম জীবনের বিষয় নিয়ে কাহিনি রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ তিনি করেছেন, কিন্তু তাও সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। 'বিষাদ-সিন্ধু'র আনুমানিক শব্দ সংখ্যা ১২,৭,০০০-এর মধ্যে ২০০ কিংবা তার চাইতে কিছু বেশি সংখ্যক আরবি-ফারসি শব্দ (পুনরুক্তি ছাড়া) ব্যবহার করা হয়েছে।

কবিতার মতো গদ্যেও রয়েছে এক প্রকার ছন্দ। এ ছন্দই গদ্যকে করে তোলে কাব্য-সুষমামণ্ডিত। 'বিষাদসিন্ধু'তে এ ধরনের গদ্য ছন্দের প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর সংগীতধর্মিতা। এর ভাষায় একটি সুষম সংগীত মাধুর্য প্রবহমান। গদ্য ভাষার অন্তর্লীন সংগীত প্রবাহ গ্রন্থটিকে বহুলাংশে কাব্য সৌন্দর্য দান করেছে। যেমন–

"হোসেন গণনা করিয়া দেখিলেন, আজ মহরম মাসের ৮ তারিখ। তাহাতে তিনি ভয়ে ভয়ে অশ্বে কষাঘাত করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া দেখিলেন যে, এক পার্শ্বে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। চক্ষু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মানব-প্রকৃতি জীব-জন্তুর নাম মাত্র নাই। আতপ তাপ নিবারোণোপযোগী কোনো প্রকার বৃক্ষও নাই। কেবলই প্রান্তর-মহাপ্রান্তর। প্রান্তরের সীমা যেন গগনের সহিত সংলগ্ন হইয়া ধু-ধু করিতেছে। চতুর্দিকে যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বরে আক্ষেপ- 'হায়!হায়!'।"

'বিষাদ-সিন্ধু'র গদ্যে যে সংগীতময়তা অন্তর্নিহিত, যে ছন্দ স্রোত প্রবহমান সুষম যতি বিন্যাসের ফলে তা মাধুর্যমণ্ডিত এবং বেগবান হয়ে উঠেছে। কল্পনা এবং যথাযথ শব্দ ব্যবহারের ফলে বিষাদ-সিন্ধু'র এ ভাষা কখনো কখনো সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতায় এমন সুষমামণ্ডিত হয়ে ফুটে ওঠে যে, একে তখন ভাস্কর্যের সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

'বিষাদ-সিন্ধু'র মধ্যে আমরা ভাষা এবং কল্পনার এক অত্যাশ্চর্য হর-পার্বতী মিলন প্রত্যক্ষ করি। কোথাও কোনো কষ্ট কল্পনা নেই, আড়ষ্টতার চিহ্ন মাত্র নেই– বিষয়ের সাথে ভাষা নর্তনশীল ঝর্নাধারার মতো স্বতোৎসারিত।" 'বিষাদ-সিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ভাষা। এতে যে সংগীতধর্মিতা রয়েছে তা গদ্য ভাষার অন্তর্লীন সংগীত প্রবাহে গ্রন্থটিকে বহুলাংশে কাব্য সৌন্দর্য প্রদান করেছে। কাব্যের দ্যোতনা, আবেগের স্পন্দন, ধ্বনির ব্যঞ্জনা আর অলংকারের প্রাচুর্য, 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষা শরীরে এক ধরনের শ্রী ও কান্তি এনে দিয়েছে। তাছাড়া লেখকের মধ্যে ছিল অনুভূতি ও আবেগের আন্তরিকতা। এ আন্তরিকতাই তাঁর ভাষাকেও করে তুলেছে এমন সরস ও কোমল। সমস্ত কৃত্রিমতা খসিয়ে ভাষা সহজ, সুঠাম ছন্দের লালিত্য ও গতিভঙ্গি লাভ করেছে। দৃষ্টান্ত–

চলো শিখি

ক. ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই। একটি সামান্য বৃক্ষপত্রে তাঁহার শত সহস্র মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। একটি পতঙ্গের ক্ষুদ্র পালকে তাঁহার অনন্ত শিল্পকার্য বিভাসিত হইতেছে। অনন্ত বালুকারাশির একটি ক্ষুদ্র বালুকণাতে তাঁহার অনন্ত করুণা আঁকা রহিয়াছে। তুমি আমি সে করুণা হয়তো জানিতে পারিতেছি না; কিন্তু তাঁহার লীলাখেলার মাধুর্য, কীর্তিকলাপের বৈচিত্র্য, বিশ্ব রঙ্গভূমির বিশ্ব-ক্রীড়া একবার পর্যালোচনা করিলে ক্ষুদ্র মানব বুদ্ধি বিচেতন হয়।" (মহররম পর্ব-২৩)

খ. যে নগরের সুখসাগরে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ খেলা করিতেছিল, মহানন্দের স্রোত বহিতেছিল, রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, প্রধান প্রধান সৌধ আলোকমালা পরিশোভিত হইয়াছিল, ঘরে ঘরে নৃত্য, গীত বাজনার ধুম পড়িয়াছিল, রঞ্জিত পতাকা সকল হেলিয়া দুলিয়া জয়সূচক চিহ্ন দেখাইতেছিল– হঠাৎ তৎসমুদয় বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে মহানন্দবাবু থামিয়া বিষাদ ঝটিকা বেগ রহিয়া রহিয়া বহিতে লাগিল। ...সুহাস্য আস্যসকাল বিষাদ কালিমা রেখায় মলিন হইয়া গেল।" (উদ্ধার পর্ব - ৬)

গ. এখন আর সূর্য নাই। পশ্চিম গগনে মাত্র লোহিত আভা আছে। সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা খুলিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। তারাদল দলে দলে দেখা দিতে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ কেহ সন্ধ্যা সীমিন্তনীর সীমন্ত উপরিস্থ অম্বরে ঝুলিয়া জগৎ মোহিত করিতেছেন, কেহ বা সুদূরে থাকিয়া মিটিমিটিভাবে চাহিতেছেন। ..... মানবদেহের সহিত তারাদলের সম্বন্ধ নাই বলিয়াই দেখিতে পারিতেছেন না; কিন্তু বহু দূরে থাকিয়াও চক্ষু বন্ধ করিতে হইতেছে– কে দেখিতে পারে? অন্যায় নরহত্যা, অবৈধ বধ, কোন চক্ষু দেখিতে পারে? (এজিদ বধ পর্ব-৫)

কখনো আবার নাটকীয় স্বগোক্তিতে এ ভাষায় অন্তর্নিহিতি গতিশীলতা চমৎকার প্রতিফলিত। যেমন–

"কেন হেরিলাম? সে জলন্ত রূপ রাশির প্রতি কেন চাহিলাম? হায়! হায়! সেই একদিন আর আজ একদিন। কি প্রমাদ! প্রেমের দায়ে কিনা ঘটিল! কতপ্রাণ- ছি! ছি! কতপ্রাণ বিনাশ হইল। উহু! কি কথা মনে পড়িল। সে নিদারুণ কথা কেন মনে হইল?"

'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে বাক্য রচনার ক্ষেত্রেও লেখক বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনায় যেখানে বেগ সঞ্চারের প্রয়োজন, সেখানে পর পর স্বল্প দৈর্ঘ্যের বাক্য যোজনা করা হয়েছে। বিশেষকরে প্রশ্নবোধক বাক্যের সহায়তা একটি চিত্রকে জীবন্ত ও চলমান করে তোলার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যেমন-

"এ কি! প্রহরিগণ ছুটাছুটি করে কেন? প্রহরিগণ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে। যে যেখানে ছিল, সে স্থান হইতে ছুটিয়াছে। পরস্পর দেখা হইতেছে, কথা কইতেছে-কিন্তু বড় সাবধানে চুপে-চুপে। কথা কহিতেছে-পরামর্শ করিতেছে-সাবধান হইতেছে-আত্মরক্ষার উপায় দেখিতেছে। কেন? কি সংবাদ? দেখুন আশ্চর্য দেখুন।"

বাক্যে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব, ও জোগুণ গাম্ভীর্য সঞ্চারের জন্যে মশাররফ হোসেন সন্ধি ও সমাসযুক্ত শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি, বিষাদসিন্ধু'র ভাষায় অনুপ্রাস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বর্ণযোজনার কুশলী ক্রীড়ায় শব্দের অভ্যন্তরে তিনি ধ্বনি ঝংকারের সৃষ্ঠি করেছেন। যেমন–

ক. কাশেমের শোকাগ্নি আজ শত্রু শোণিতে পরিণত হউক।

খ. যেদিন রমণী মুখ চন্দ্রিমার সামান্য আভায় ধরণী পতির মস্তক ঘুরিয়াছে।

'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষা চিত্রময়। সরাসরি বক্তব্য প্রকাশ যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে নির্মিত হয়েছে চিত্রকলার মায়াবী সৌধ। লেখকের বর্ণনা কৌশলের কারণে কল্পনার জগৎটাকে পাঠকের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা হয়েছে। যেমন–

ক. যে সূর্য সখিনার বিবাহ দেখিল, সে সূর্যই সখিনার বৈধব্যদশা দেখিয়া চলিল। (মহররম পর্ব-২৫)

খ. কাসেমের পরিহিত শুভ্রবসন লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, শোণিতধারা অশ্বপদ বহিয়া পড়িতেছে। (মহররম পর্ব-২৫)

গ. সমরাঙ্গনে অস্ত্রাগ্নি নির্বাণ হইয়াছে, কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে। উর্ধ্বে অগ্নিশিখা; নিম্নে রক্তের খেলা। রক্তমাখা দেহ সকল, রক্তস্রোতেই ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, গড়াইয়া যাইতেছে। (এজিদ বধ পর্ব-২)

শুধু তাই নয়, 'বিষাদ-সিন্ধু'-তে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প প্রভৃতি প্রয়োগেও মশাররফ হোসেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এসব অলংকারের ব্যবহার অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বাংলায় এসেছে। তবে এগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা লক্ষণীয়; উপমা রূপকের প্রয়োগে নতুন মাত্রা সংযোজন মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পী মনের সংক্রমণ শক্তির পরিচয় দেয়। মীর উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেছেন অবিরল এবং এ ব্যাপক ব্যবহারের অজস্র ধারায় সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য বাক্য প্রতিমা, কতিপয় উদাহরণ :

ক. যেদিন এজিদের নয়ন-চকোর জয়নাবের মুখ চন্দ্রিমার পরিমল সুধা পান করিয়াছে, সেই দিন এজিদ জয়নবকেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া জয়নাব-রূপ সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে।

খ. প্রতিনিধির বাক্য বজ্রাঘাতে সুখ-স্বত্ব তরু দগ্ধীভূত হইল।

চলো শিখি

গ. যদি জায়েদা সপত্নীর ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত না হইতেন তবে কি আজ জায়েদা বিবেচনা তুলাদণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া দম্পত্তি সুখ সমুদয় একদিক আর স্বামীর প্রণয়, প্রাণ ভিন্ন দিকে ঝুলাইয়া পরিমাণ করিতে বসিতেন ,

ঘ. সখিনা নব অনুরাগে পরিণয়সূত্রে তোমারই প্রণয় পুষ্পহার কাসেম আজ গলায় পরিয়া ছিল।

ঙ. জয়নাবের হৃদয়ের ধন, অমূল্যনিধি, সুখপুষ্পের আশালতা, সেই হাসান তো আর বাহ্যজগতে জীবিত নাই!

চ. সেই রক্তজবা সদৃশ আঁখি, রক্তমাখা তরবারী তাহার চক্ষের উপর অনবরত ঘুরিতেছে, হৃদয়ে জাগিতেছে। বিষাদ সিন্ধু'তে মীর বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন প্রচলিত ভাষারীতিকেই অনুসরণ করেছেন। এখানে তৎসম শব্দের প্রাধান্যের তুলনায় আরবি ফার্সি শব্দের সংখ্যা অতি নগণ্য। এ কারণে তৎকালীন মুসলমান সমাজের নিন্দা ও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে। মীরের অপরাধ, পয়গম্বর এবং ইমামদিগের নামের পূর্বে বাংলা ভাষায় ব্যবহার্য শব্দে সম্বোধন' করা হয়েছে। কিন্তু মীর ছিলেন উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্তমনের অধিকারী। ফলে তাঁর ভাষারীতিতে আমরা সচেতন ভাষা শিল্পীর পরিচয় খুঁজে পাই। ঐতিহাসিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মীরের ভাষা তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্য নিদর্শন, একথা বলা অসংগত হবে না।

উপসংহার : ঐতিহাসিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে 'বিষাদ-সিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর ভাষা। বস্তুত এ ভাষা বৈশিষ্ট্যই 'বিষাদ-সিন্ধু'কে কালজয়ী করেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র ভাষার এ বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে কাজী আব্দুল ওদুদ যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য: 'বর্তমানের খেয়া পার হয়ে ভাবীকালের তীরে মীর সাহেব যদি পৌছতে সক্ষম হন তবে রচনার বহুলতা দিয়ে পারবেন না, পারবেন 'বিষাদসিন্ধু'র লিপি কুশলতার গুণেই।' মীর মশাররফই 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে প্রথাগত আরবি-ফারসি ব্যবহার ভেঙে একটি নবদ্বীপ নির্মাণ করেছেন। গ্রন্থটিতে ভাষা ব্যবহারের সামান্য সীমাবদ্ধতা থাকলেও মশাররফ হোসেন এর শ্রেষ্ঠকীর্তি 'বিষাদ-সিন্ধু' এবং এ 'বিষাদ-সিন্ধু'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর ভাষা।

চলো শিখি